আজকের কাগজ

তারিখ ... 05 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ...

স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ঃ উচ্ছন্নে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কাগজ ডেস্ক ঃ সরকারের উদাসীনতা, প্রশাসনের স্বজনপ্রীতি ও নানা অনিয়মের ফলে দায়ের করা মামলা মোকদ্দমা ও জামাত-শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি উত্তর বঙ্গের এই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্ছন্নে যাবার পথে। বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৮৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ৫২টি মামলা সেটেলমেন্ট আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত ১০টি মামলা এবং পরীক্ষায় অনিয়ম সংক্রান্ত ৯টি মামলা হাইকোর্টে ও বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৪টি মামলা এখন দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে বিচারাধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সমস্ত মামলা তদারকির জন্যে ইতিমধ্যে ১১ জন আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে। এ ৮৫টি মামলার বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সহিংসতার দায়ে ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতগুলোতে ২৪টি মামলা দায়ের করেছে। এ সমস্ত সহিংসতার কারণে মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যে সংকটের কারণে সহিংসতার জন্ম হচ্ছে তার নিরসন হচ্ছে না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিবিরের সঙ্গে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের এক রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফলে ৩ জন ছাত্র নিহত হয়। এ ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এবং টানা ১০৬ দিন বন্ধ থাকার পর সংকটের কোনো সমাধান না করেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। কিন্তু ২২ জুলাই ফের শিবিরের সশস্ত্র হামলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩ দিন বন্ধ রয়েছে।

ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারিসহ বিভিন্ন মহল দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, জামাত-শিবিরের প্রতি বর্তমান উপাচার্যের পক্ষপাতিত্বের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা বন্ধ হচ্ছে না। বরং উপাচার্য তার নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় না রেখে নিয়মাবহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে জামাতীকরণের চেষ্টা করছে। সে কারণে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে আসছে। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোনো কর্ণপাতই করছে না। উপাচার্য ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, যে কোনো পুলিশী অভিযানের আগে তারা আগে ভাগেই শিবিরকে অবহিত করে এবং পুলিশের সামনেই শিবিরের সশস্ত্র কর্মিরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়।

এ সমস্ত কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে পরীক্ষার ৮ মাস পরও ফলাফল প্রকাশ না হওয়ায় ১৯ হাজার পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও জামাত তোষণনীতির কারণে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। সরকারের এ সিদ্ধান্তহীনতা ও যে কোনো মূল্যে জামাত সমর্থক উপাচার্যকে তার পদে বহাল রাখার একরোখা মানসিকতার খোদ শাসক দল ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের স্থানীয় শাখার মধ্যেও প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। কারণ স্থানীয়ভাবে যে ছাত্রদলের কর্মিরা শিবিরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে বুকের রক্ত ঝরাচ্ছে তাদেরই মূল দলের কেন্দ্র থেকে তাদেরই হন্তা সংগঠন জামাত-শিবিরের একজন কট্টর সমর্থককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতো সম্মানিত পদে শত প্রতিবাদের মুখেও বহাল রাখা হচ্ছে।